রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৭, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ১৭ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

নং **৫৫.০০.০০০০.১০৬.৯৯.০১০.২০-১৬২।**—যেহেতু দক্ষ, যোগ্য ও চৌকস মানবসম্পদ গঠনপূর্বক দ্রুত ও গুণগত মানসম্পন্ন আইনের খসড়া প্রণয়নসহ আইনগত বিষয়ে মতামত প্রদান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং ও আইনের খসড়া প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু সরকার নিম্নরূপ রেজুলেশন গ্রহণ করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই রেজুলেশন লেজিসলেটিভ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট রেজুলেশন, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ২৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই রেজুলেশনে,—

(ক) “**ইনস্টিটিউট**” অর্থ লেজিসলেটিভ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট;

(খ) “**চেয়ারম্যান**” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

মূল্য : ১২.০০

(গ) "**তহবিল**" অর্থ লেজিসলেটিভ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট তহবিল;

(ঘ) "**প্রবিধান**" অর্থ এই রেজুলেশনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) "**বোর্ড**" অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

(চ) "**মহাপরিচালক**" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(ছ) "**সদস্য**" অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(জ) "**সরকার**" অর্থ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

৩। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা**।—(১) সরকার, এই রেজুলেশন দ্বারা, লেজিসলেটিভ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (Legislative Training and Research Institute) নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করিল।

(২) ইনস্টিটিউটের স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, এবং এই রেজুলেশন সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকার রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের কার্যালয়**।—(১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যেকোনো স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি**।—ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পেশাভিত্তিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগে আইন প্রণয়নের কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের পেশাগত মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৩) আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, উপ-আইন, আদেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা, চুক্তি, কনভেনশন, ট্রিটি, প্রটোকল, সমঝোতা স্মারক এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন, লেজিসলেটিভ অনুবাদ, লেজিসলেটিভ এডিটিং, নেগোসিয়েশন, মুদ্রণ, তথ্য-প্রযুক্তি, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন ও পরিচালনা;

(৪) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নবীন কর্মকর্তাগণের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইনস্টিটিউটকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সংবলিত state-of-the-art প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হিসাবে গড়ে তোলা;

(৫) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ, ইত্যাদিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিগণকে আইন, চুক্তি, বিনিয়োগ, বাণিজ্য, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি, আন্তর্জাতিক আইন, শ্রম আইন, ভূমি আইন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত আইন, মেধাস্বত্ব আইন, পারিবারিক আইন, ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ ও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ (আবাসিক/অনাবাসিক) প্রদান;

(৬) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন, অনুবাদ, এডিটিং, উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

(৭) আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার সহযোগিতায় আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রণয়ন, নেগোসিয়েশন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৮) আদালত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৯) মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও বিল প্রস্তুত, অনুবাদ, এডিটিং, আইন, চুক্তি, ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মশালা, সেমিনার, অভিজ্ঞতা বিনিময়, সিম্পোজিয়াম, সামিট, কনফারেন্স, ইত্যাদি আয়োজন;

(১০) আইন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশায় নিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) আইন প্রণয়ন এবং বিদ্যমান ও নূতন প্রণীত আইন বিষয়ে সাময়িকী, প্রতিবেদন, ইত্যাদি প্রকাশ;

(১২) আইন প্রণয়ন, অনুবাদ ও এডিটিং সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(১৩) সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মূল্যবোধ, সততা, কর্মনিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দেশাত্ববোধ জাগ্রত করিবার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে উহা বাস্তবায়ন;

(১৪) বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য আইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার আয়োজন;

(১৫) রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও কর্মকর্তাগণের মধ্যে আইন বিষয়ে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা;

(১৬) আইনের খসড়া প্রণয়ন, অনুবাদ, এডিটিং ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা, ফেলোশিপ প্রদান;

(১৭) স্নাতকোত্তর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি;

(১৮) এই রেজুলেশনের অধীন প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম ও অধ্যয়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় নির্ধারণ;

(১৯) ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট প্রদান;

(২০) লাইব্রেরি ও পাঠাগার স্থাপন এবং উহাদের পরিচালনা;

(২১) আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিলের খসড়া প্রস্তুত ও ভেটিংয়ের ক্ষেত্রে Legislative method/techniques এর উৎকর্ষ সাধনে গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ;

(২২) আইন এবং বিভিন্ন প্রকার আইনগত দলিল ভেটিং, অনুবাদ ও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন উহা গবেষণা;

(২৩) প্রণীতব্য আইনের সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ;

(২৪) দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন আইনি গবেষণা সংস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং, প্রয়োজনে, তাহাদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ;

(২৫) উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ, কল্যাণকামী রাষ্ট্রসমূহ এবং অধিকতর আইনের শাসন চর্চাকারী রাষ্ট্রসমূহের আইন প্রণয়ন ও আইনি কাঠামোর সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ এবং বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উহা প্রয়োগযোগ্য কিনা সে বিষয়ে গবেষণা;

(২৬) আইন বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংবলিত ই-জার্নাল/জার্নাল, বুলেটিন, অন্যান্য তথ্য প্রকাশ;

(২৭) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২৮) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কার্যসম্পাদন।

৬। **ইনস্টিটিউট পরিচালনা**।—ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও ইহার প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

৭। **উপদেষ্টা বোর্ড**।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা উপদেষ্টা বা প্রতিমন্ত্রী, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পদাধিকারবলে;

(গ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ২ (দুই) জন সচিব;

(ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগে কর্মরত অন্যূন একজন যুগ্মসচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এ বর্ণিত উপদেষ্টাগণের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর এবং তাহারা পুনঃমনোনীত হইতে পারিবেন।

(৩) সরকার, যেকোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এ বর্ণিত কোনো উপদেষ্টার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এ বর্ণিত কোনো উপদেষ্টা স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) উপদেষ্টা বোর্ড, পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রার্থীত এবং এই রেজুলেশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যেকোনো বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৮। **উপদেষ্টা বোর্ডের সভা।**—(১) উপদেষ্টা বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি, প্রয়োজন অনুসারে, উপদেষ্টা বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন এবং উক্ত সভা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

৯। **পরিচালনা বোর্ড।**—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পদাধিকারবলে, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(গ) ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পদাধিকারবলে;

(ঘ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;

(চ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(জ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন আইন বিশেষজ্ঞ;

(ঝ) ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিচালনা বোর্ড, প্রয়োজনে, কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে পরিচালনা বোর্ডের সদস্য হিসাবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ঘ) ও (জ) এ বর্ণিত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর এবং তাহারা পুনঃমনোনীত হইতে পারিবেন।

(৪) সরকার, যেকোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ঘ) ও (জ) এ বর্ণিত সদস্যগণের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে।

(৫) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ঘ) ও (জ) এ বর্ণিত কোনো সদস্য স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

১০। **পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**―পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:―

(১) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যথাযথ কর্মপন্থা নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

(২) ইনস্টিটিউটের কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আবশ্যকীয় তহবিল সংগ্রহ;

(৩) প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউটের নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান;

(৪) ইনস্টিটিউটের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, বন্ধক প্রদান, মুক্তকরণ, ইজারা প্রদান, হস্তান্তর, ভবন নির্মাণ, সম্প্রসারণ, ইত্যাদির অনুমোদন;

(৫) ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন অনুষদের কাজ তত্ত্বাবধান;

(৬) ইনস্টিটিউটের জনবল, তাহাদের বেতন কাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি, নিয়ম, পদোন্নতি, অপসারণ ও শৃঙ্খলা কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়াদি নির্ধারণ;

(৭) দেশি-বিদেশি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনস্টিটিউটের যোগাযোগের নীতি নির্ধারণ;

(৮) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ডিপ্লোমা, ইত্যাদির ফি নির্ধারণ;

(৯) প্রকল্প অনুমোদন;

(১০) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে সদস্য ও কর্মকর্তাগণের অনুকূলে ক্ষমতা অর্পণ;

(১১) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ; এবং

(১২) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন।

১১। **বোর্ডের সভা।**―(১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান, প্রয়োজন অনুসারে, বোর্ডের সভা আহ্বান করিবেন, তবে প্রতি মাসে অন্যূন একবার বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **মহাপরিচালক**।—(১) ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক হিসাবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি মহাপরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

১৩। **মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য**।—মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(খ) ইনস্টিটিউটের পক্ষে সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রাখা;

(গ) ইনস্টিটিউটের সার্বিক কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং উহা বোর্ডের সভায় পেশ করা;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব বোর্ডের সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তুত করা;

(ঙ) ইনস্টিটিউটের অনুষদ সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা;

(চ) ইনস্টিটিউটের রেকর্ডরুম ও সার্বিক হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করা;

(ছ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

১৪। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।**—(১) ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিবার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **ইনস্টিটিউটের অনুষদ।**—(১) ইনস্টিটিউটের নিম্নবর্ণিত অনুষদ থাকিবে, যথা:—

(ক) ব্যবস্থাপনা অনুষদ;

(খ) প্রশিক্ষণ ও পেশাগত মান উন্নয়ন অনুষদ;

(গ) গবেষণা অনুষদ;

(ঘ) মতামত বা পরামর্শ অনুষদ;

(ঙ) প্রকাশনা অনুষদ।

(২) ইনস্টিটিউট, প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নূতন অনুষদ সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং সৃষ্ট কোনো অনুষদ বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

(৩) অনুষদের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি ইনস্টিটিউট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৬। **কমিটি।**—ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৭। **চুক্তি সম্পাদন।**—ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে কোনো দেশীয় প্রতিষ্ঠান, বিদেশি সরকার, প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, ইত্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি সরকার, প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১৮। **পরামর্শ প্রদান।**—ইনস্টিটিউট আইন ও চুক্তিসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত বিষয়ে থিংক ট্যাংক বা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিতে বা বুদ্ধিভিত্তিক সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

১৯। **বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা।**—(১) ইনস্টিটিউট, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, আইনের খসড়া প্রণয়ন, অনুবাদ ও এডিটিং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের জন্য প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) আইনের খসড়া প্রণয়ন, অনুবাদ ও এডিটিং সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণ বা গবেষণার জন্য মনোনীত হইলে এবং উক্ত ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হইলে ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার সমুদয় বা অংশবিশেষ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **গবেষক নিয়োগ।**—ইনস্টিটিউট, নিজস্ব জনবল দ্বারা সক্ষম না হইলে, আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং, অনুবাদ ও এডিটিং সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণার জন্য, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, গবেষক বা প্রযুক্তিবিদ নিয়োগ করিতে পারিবে।

২১। **ফেলোশিপ প্রদান।**—ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ও তদকর্তৃক স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন বিষয়ে সাফল্য ও কৃতিত্বের সহিত ডিগ্রি অর্জনকারী ব্যক্তিদের, ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ে দক্ষ গবেষক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে, ফেলোশিপ প্রদান করিতে পারিবে।

২২। **ইনস্টিটিউটের তহবিল।**—(১) লেজিসলেটিভ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিদেশি সরকার, প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) ইনস্টিটিউটের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) ইনস্টিটিউটের বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(চ) ইনস্টিটিউটের অন্যান্য আয়;

(ছ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ ইনস্টিটিউটের নামে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং চেয়ারম্যান বা মহাপরিচালক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) তহবিল হইতে ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৪) ইনস্টিটিউট উহার তহবিল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২৩। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী।**—ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন উহার উল্লেখ থাকিবে।

২৪। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) Comptroller and Auditor-General (Additional Functions) Act, 1974 (Act No. XXIV of 1974) এর বিধান ক্ষুণ্ণ না করিয়া, Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, Chartered Accountant ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, বার্ষিক ব্যালান্স শীট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ইনস্টিটিউটের যেকোনো সদস্য, মহাপরিচালক, বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৫) ইনস্টিটিউট নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত কোনো ত্রুটি বা অনিয়ম প্রতিকার করিবার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

২৫। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**—(১) প্রতি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলির খতিয়ান সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যেকোনো সময় উহার বিষয়াবলির উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।**—এই রেজুলেশন বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে (good faith) কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, মহাপরিচালক বা ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৭। **ক্ষমতা অর্পণ।**—বোর্ড উহার বিবেচনায় যথাযথ যেকোনো শর্ত সাপেক্ষে, যেকোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য বা মহাপরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৮। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই রেজুলেশনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই রেজুলেশনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস, এম, শাফায়েত হোসেন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd